তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুরে চাকরি মেলার উদ্বোধন

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে চাকরি মেলা-২০২৬। রবিবার সকালে শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ মেলার আয়োজন করে দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা, মেহেরপুর। এতে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মো. আবু জাফরের সভাপতিত্বে মেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তরিকুল ইসলাম বলেন, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে। এই চাকরি মেলার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে তরুণরা উৎসাহিত হবে। যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মানসিকতা থাকলে কাউকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এ ধরনের উদ্যোগের জন্য তিনি দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী শামিম হোসেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপ-পরিচালক এস.এম. ওবায়দুল বাসার।

বক্তারা বলেন, শুধু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেই হবে না, সেই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারলেই একজন ব্যক্তি যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। তারা মেহেরপুরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে জেলার বেকার যুবকরা নিজ এলাকাতেই কর্মসংস্থানের সুযোগ পান।

চাকরি প্রত্যাশী মো. নাসিম বলেন, পড়াশোনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে বেকার রয়েছেন। এই মেলার মাধ্যমে একটি চাকরি পেলে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবেন।

আরেক চাকরি প্রত্যাশী আরিফুল বলেন, বর্তমান আয়ে পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই মেলা থেকে চাকরি পেলে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

সুমাইয়া রহমান বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার এ উদ্যোগের মাধ্যমে জেলার বেকার যুবকরা কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পাবে এবং স্বাবলম্বী হতে পারবে।

আয়োজকরা জানান, এ ধরনের চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাসের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ও অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে চাকরি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এ সময় দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রেইজ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষানবিশদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে দর্শনা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ট্রেড ট্রেনিং সেন্টারে এ চাকরি মেলার উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বলেন, “বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি ছোট দেশ। আর চুয়াডাঙ্গা একটি ছোট জেলা হলেও এখানে অনেক গুণী ব্যক্তি ও সফল উদ্যোক্তা রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছেন। তাই তরুণদের শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে একজন ব্যক্তি শুধু নিজের পরিবারের নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হন। তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে চাকরি খোঁজার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।”

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক নাফিসা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, পিকেএসএফের রেইজ প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম ও প্রকল্প সমন্বয়কারী) দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ আল শামীম, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা জহির রায়হান।

চাকরি মেলায় প্রায় ১০টি কোম্পানির স্টল অংশ নেয়। আয়োজকরা জানান, পিকেএসএফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে এ মেলার আয়োজন করা হয়।

তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানে নতুন উদ্যোগ

কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, শুধু একটি বায়োডাটা জমা দিয়েই মিলতে পারে চাকরি, এমন আশাতেই জেলার তিনটি উপজেলা থেকে হাজারো তরুণ-তরুণী ছুটে এসেছেন চাকরি মেলায়। আর চাকরি দিতে প্রথমবারের মতো চাকরি প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় এসেছে বিভিন্ন নামকরা প্রতিষ্ঠান।

“এই চাকরি মেলার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার তরুণরা চাকরির সুযোগ পাচ্ছে, পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণাও অর্জন করছে।” চাকরির আশায় চোখে স্বপ্ন, হাতে বায়োডাটা—এমন দৃশ্যই দেখা গেছে মেহেরপুরের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ক্যাম্পাসজুড়ে।

‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উপলক্ষে মেহেরপুরে দুই দিনব্যাপী এই চাকরি মেলায় ভিড় জমিয়েছেন জেলার হাজারো বেকার তরুণ-তরুণী। গতকাল বুধবার সকালে মেলার উদ্বোধনের পর থেকেই চাকরি প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। প্রাণ, আরএফএল, এসিআইসহ দেশের স্বনামধন্য ৯টি বেসরকারি চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে গিয়ে তরুণরা নিজেদের বায়োডাটা জমা দেন। আয়োজকদের তথ্যমতে, মেলার প্রথম দিনেই জমা পড়েছে প্রায় হাজারেরও বেশি বায়োডাটা। এর মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি ৭০ জন চাকরি প্রত্যাশীর চাকরি নিশ্চিত করেছে। যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচিত অন্যান্য প্রার্থীদেরও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।

মেলার প্রথম দিনে প্রাণ-আরএফএল, এসিআইসহ তিনটি কোম্পানী থেকে ৭০ জন আবেদনকারীকে চাকুরি দিয়েছেন। আগামীকাল সকাল থেকেই অন্যান্য প্রার্থীদের ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা।

চাকুরি প্রত্যাশী জুলেখা আক্তার, শাহাজান আলী ও আব্দুর রহমান জানান, “চাকরি মেলার মাধ্যমে বেকারদের জন্য একটি ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই এখান থেকে চাকরি পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের মেলার সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত।” তারা এধরনের মেলা প্রতিবছরই করার আহবান জানিয়ে বলেন, এধরণের আয়োজন বেকার যুবক যুবতীদের মাঝে নতুন আশা জাগাবে।

মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) জব রিপ্লেস অফিসার মেহফুজ আহমেদ বলেন, “মেহেরপুরের প্রত্যন্ত এলাকার তরুণদের জন্য এই চাকরি মেলা নতুন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। শুধু চাকরির সুযোগ নয়, কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে এমেলার মাধ্যমে।”

আতিথেয়তা, আইটি, নির্মাণ, তৈরি পোশাক, কেয়ারগিভিংসহ বিভিন্ন খাতের ৩০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। আয়োজকেরা বলেন, এই মেলা দক্ষ তরুণুতরুণীদের সঙ্গে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করেছে—যা স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

আয়োজকদের আশা, এই চাকরি মেলার মাধ্যমে অন্তত সাড়ে ছয় হাজার তরুণ-তরুণী তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে বলে আশা ব্যক্ত করে মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) অধ্যক্ষ

ড. প্রকৌশলী মো. শামীম হোসেন বলেন, “চাকরি মেলার মাধ্যমে চাকরি প্রত্যাশীরা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। এই মেলা চাকরির পাশাপাশি দক্ষতা ও সুযোগের মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থ’◌ান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এছাড়া আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন—দক্ষতাকে টেকসই জীবিকায় রূপান্তরিত করার পথে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য মেহেরপুরের তরুণসমাজকে কর্মমুখী ও উদ্যোক্তায় পরিণত করা।’